



"সত্যযুগ – এক অনমোল রচনা"

-মার্চ ২০১৫

মিঠে বাচ্চে অশরীরী ভব !

আত্মা অভিমানী বা অশরীরী স্তিতি (অব্যক্ত বাণী ১৯৬৯ এর মুরলী থেকে সংগ্রহ করা)

(১৮-০১-৬৯) অন্তের সময়ে তোমাদের এই ব্যক্ত শরীরও একেবারে স্থির হয়ে যাবে | এখন তো পুরনো হিসাব-কিতাব হওয়ার কারণে শরীর নিজের দিকে টানে | কিন্তু অন্তে একেবারে স্থির তথা শান্ত হয়ে যাবে | কোনো প্রকারের হলচল না মনে , না শরীরে থাকবে যেটাকেই বাবা বলে “দেহী অভিমানী স্তিতি” |

ব্রহ্মা বাবার আগের কর্মতীত স্তিতির অনুভব – প্রথমে অনুভব তো এটা ছিল যে প্রথমে জোরে যুদ্ধ চলছিল | কার ? যোগবল আর কর্মভোগের | কর্মভোগও পুরো শক্তি দিয়ে নিজের দিকে টানছিল আর যোগবলও পুরো শক্তি দিয়ে টানছিল | এমন অনুভব হচ্ছিল – যা কিছু শরীরের হিসাব কিতাব বেচে ছিল সেগুলো ফট করে যোগ অগ্নিতে ভাষ্য হচ্ছিল আর আমি সাক্ষী হয়ে দেখছিলাম , যেমন আখারাতে বসে মল্লযুদ্ধ দেখে | মানে দুজনেরই ফোর্স পুরো ছিল | কিছু সময় পরে কর্ম ভোগ

একেবারে নির্বল হয়ে গেলো | একেবারে ব্যথা হারিয়ে গেলো | এমন অনুভব হচ্ছিল
যে শেষে যোগবল কর্মভোগের ওপরে জীত পেয়ে নিলো |

তৃতীয় দিকে এটাও অনুভব হচ্ছিল যে কিভাবে শরীর থেকে আত্মা বের হয়ে যাচ্ছিল
| কর্মতীত ভিন্ন অবস্থ্যা – যেটা বাবা প্রথমেও মূলিতে চালিয়েছ কিভাবে ‘ভা-ভা
হয়ে আওয়াজহীন হয়ে যায় , সেই রকমই একেবারে ডেড সায়লেন্সের অনুভব
হচ্ছিল আর দেখছিলাম যে কিভাবে আত্মা একটা একটা অঙ্গের থেকে নিজের শক্তি
ছেড়ে দিচ্ছিলো | তো কর্মতীত অবস্থয়ার , মৃত্যু কি – সেটা অনুভব হচ্ছিলো |
এটা হলো আমার অনুভব |’

(২১-০১-৬৯) ব্যক্ত রূপে থাকা সত্ত্বেও অব্যক্ত স্তিতিতে থাকতে হবে | যখন
অব্যক্ত স্তিতিতে স্তিত হয়ে যাবে , তখন ওই অব্যক্ত স্তিতিতে কোনো রকম বিঘ্ন
থাকবে না |

(২৩-০১-৬৯) যতো অব্যক্ত স্তিতিতে স্তিত হবে ততই ওই অব্যক্ত স্তিতির দ্বারা
কর্মেন্দ্রিযের দ্বারা কর্ম এমন হবে যেমন শ্রীমতের আধারে প্রত্যেক কর্ম হচ্ছে |

(২৫-০১-৬৯) তোমরা কি ভাবো , দেহের অভিমানের থেকে সম্পূর্ণ সমর্পণ হয়েছে
কি ? মরে গেছ নাকি মরতে থাকো দেহের সম্বন্ধের আর মনের সংকল্পের থেকে ?
তোমরা কি দেহী হয়েছে ? এই দেহের অভিমান একেবারে যেন ভেঙ্গে যায় , তখন
বলা হবে সর্ব সমর্পণ জীবন |



সিস্টার শিবানীর অনমোল বচন |

- স্ট্রেস হলো এক ধরনের যন্ত্রণা , যেটা আমাদেরকে বলতে আসে যে আমাদের জীবনে কিছু পরিবর্তনের প্রয়োজন |
- স্ট্রেস আমাদের ভুল চিন্তাধারার কারণে উত্পন্ন হয় , যেটার আমাদের কার্য ক্ষমতার ওপরে প্রভাব ফেলে দেয় , মনে রাখার ক্ষমতার ওপরেও প্রভাব ফেলে দেয় , নির্ণয় নেওয়ার শক্তিতেও প্রভাব ফেলে দেয় |
- স্ট্রেস আমাদের শারীরিক আর মানসিক সুস্থ্যতার ওপরেও প্রভাব ফেলে দেয় , তাই জন্য স্ট্রেস যে কোনো মাত্রাতেই আমাদের পক্ষে ক্ষতিকারক |
- লক্ষ্য , প্রেসার , পরীক্ষা হলো স্বাভাবিক , কিন্তু স্ট্রেস হলো আমাদের চয়েস (choice) |
- স্ট্রেস = (প্রেসার) / (অন্তরের শক্তি)

- আমার প্রথম দায়িত্ব যে কোনো পরিস্থিতিতে হলো আমার মনের ওপরে নিয়ন্ত্রণ , কারণ সেটা হলো এক মাত্র জিনিস যেটা আমার নিয়ন্ত্রণে হতে পারে |
- আমাদের ভাবনা আমাদের জীবনকে নির্ধারিত করে | আমাদের পুরনো চিন্তা ধারাকে বদলে দেওয়ার জন্য সেগুলোর ওপরে পরীক্ষা নিরীক্ষা করে দেখতে হবে |
- আমি শান্তি চাই না , আমি নিজেই হলাম শান্ত | এখন আমি শান্তিতে থেকে শান্তিতে কাজ করবো |
- একটা নতুন চিন্তা ধারাকে ব্যবহার করে দেখো , আমি হলাম শান্ত স্বরূপ আত্মা , এখন পরীক্ষা নিরীক্ষা করো , যখন আমরা অনুভব করবো , তখনই সেটা আমাদের জন্য সত্যি বলে মনে হবে |
- যে কোনো মানুষের সাথে আমার দেখা হোক , যে কোনো কাজ আমি করি , আমি এই সংকল্পে সজাগ হয়ে কর্ম করবো যে – আমি হলাম শান্ত স্বরূপ আত্মা |
- আনন্দ কারো ওপরে নির্ভৃত নয় | কেও আমাকে খুশি করতে পারবে না , আমিও কাওকে খুশি করতে পারবো না , যতক্ষণ আমরা নিজে খুশি হওয়ার প্রয়াস করবো না |

- কেও আমার দুঃখী হওয়ার , ব্যথা পাওয়ার , ভয় বা ক্রোধের কারণ না | এটা একেবারেই আমার নিজের তৈরী করা তাদের ব্যবহারের কারণে | আমার কাছে অন্য চয়েস (choice) আছে |



ব্রহ্মা বাবার সমান সম্পন্ন আর সম্পূর্ণ হও |

১. সম্পন্ন হওয়া অর্থাৎ নিজের অস্তিম ফরিশ্তা জীবনের মঞ্জিলে পৌছনো | যতো যতো নিজের অস্তিম মঞ্জিলের কাছে আসতে থাকবে ততই অন্য সকল দিক থেকে আলাদা আর বাবার স্নেহী হতে থাকবে | যখন কোনো জিনিস একেবারে তৈরী হয়ে যায় তখন সেটা কিনারা ছেড়ে দেয় , এই রকমই যতো সম্পন্ন সেটজের সমীপ আসতে থাকবে ততই সকলের থেকে কিনারা হতে থাকবে | তখন সব বন্ধন থেকে , সব দিকের মোহ থেকে বৃত্তির দ্বারা কিনারা হওয়া অর্থাৎ সম্পন্ন বা সম্পূর্ণ হওয়া |

২. সম্পূর্ণ কর্মতীত স্তিতির সমীপ পৌছে যাওয়ার জন্য এক অবিনাশী সাহারা যেন সরণে থাকে | কোনো ব্যক্তি , বৈভব বা বস্তুকে সাহারা বানাবে না | এক বাবা আর অন্য কেও না , এই বিধি হলো সম্পন্ন আর সম্পূর্ণ হওয়ার |

৩. সম্পূর্ণতাকে সমীপ নিয়ে আসার জন্য শুধু মাত্র দুটো শব্দ সরগে রাখবে - আমি হলাম বিন্দু আর বাবাও হলো বিন্দু, কিন্তু বিন্দুর সাথে সাথে সিন্দু আছে। বাকি আর বিস্তারে যাওয়ার দরকার নেই। বিস্তারে যদি যেতে হয় তো শুধু সেবা প্রতি। যদি সেবা নেই তো বিন্দু, সেটার আগে নিজের বুদ্ধিকে চালানোর প্রয়োজন নেই। এটাই হলো সহজ বিধি - সম্পূর্ণতাকে প্রাপ্ত করার।

৪. সম্পূর্ণতা সদা সন্তুষ্টতার অনুভব করায় সম্পূর্ণ আত্মা সম্পন্ন হওয়ার কারণে কারো থেকে বিরক্ত হবে না। সম্মুখতেও কোনো খিটিপট যেন না হয়। যদি হয়ও সেটার প্রভাব পরবে না। যে কোনো প্রকারের বিঘ্ন এক খেলা অনুভব হবে। সমস্যাও মনোরঞ্জনের সাধন হয়ে যাবে কারণ জ্ঞানী হয়ে দেখবে।



বিঘ্ন বিনাশক হও।

বিঘ্ন আসার কারণ আর নিবারণ।

১. যোগ্যতে সব থেকে বড় বিঘ্ন হলো বাচ্চাদের "আমার পনা"। আমি এটা করেছি, আমি এটা করতে পারি ... এই আমার পনা আশা - এটাকেই বলা হয় জ্ঞানের অভিমান

, সেবার অভিমান আর দৃতীয় আমার পনা হলো আমার শরীর , আমার সম্মন্ধ - এই আমার পনা খুব বিঘ্ন দিয়ে দেয় ।

২.নিজের পুরনো স্বভাব আর সংস্কার , যেটা কখনো-কখনো নতুন জীবনে ইমার্জ হয়ে যায় । নিজের কমজোর সংস্কার অন্যদের সংস্কারের সাথে টক্কর খায় । এই কমজোরী বিশেষ লক্ষ্য অবধি পৌছতে বিঘ্ন দিয়ে দেয় । পুরো পাশ হওয়া বজায় শুধু পাশ নাম্বার পেয়ে যাও ।

৩.সেবাতে কোনো না কোনো প্রকারের বিঘ্ন বা টেনশান আসার কারণ হলো - নিজের আর সেবার ব্যালেন্স নেই , নিজের এটেনশন কম হয়ে যাওয়ার কারণে সেবাতে কোনো না কোনো প্রকারের বিঘ্ন বা টেনশান উত্পন্ন হয়ে যায় । মর্যাদার লাইনের থেকে বাইরে বের হয়ে সেবা করো , ধারণার ওপরে পুরো এটেনশন নেই তো খুব বিঘ্ন পরে যায় ।



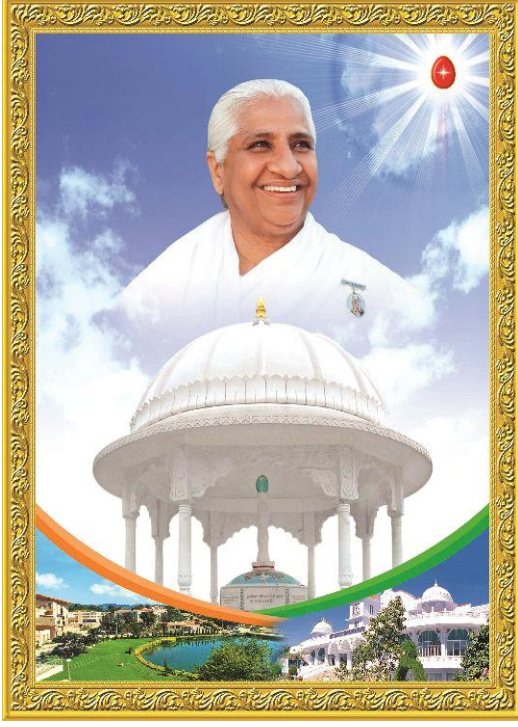
অব্যক্ত ইশারা ।

যোগ্যতে নিজের অন্তিম আহতি দিয়ে এটাকে সফল করো ।

১. সম্পূর্ণ অধিকার নেওয়ার জন্য সম্পূর্ণ আত্মত্যাগ দিতে হবে। যে কোনো যোগ্য যদি রচনা করা হয় তো সেটা সম্পূর্ণ সফল তখন মানা হয় যখন সম্পূর্ণ আত্মত্যাগ দেওয়া হয়। যদি আত্মত্যাগ কম হয় তো যোগ্য সফল হতে পারবে না, এটাতে যতটা ততটা এই রকম হিসেব আছে। ইশেব করাতে জন্য ধর্ম রাজও আছে। তার কাছে থেকে কোনো হিসেব বাকি থেকে যায় না তাই যাকিছু আত্মত্যাগ দিতে হবে সেটা সম্পূর্ণ ভাবে দিতে হবে আর তার পরে সম্পূর্ণ নিতে হবে।

২. যেই রকম যোগ্য রচনা করা হয় তো সমাপ্তির সময়ে বেচে থাকা সব কিছু আত্মত্যাগে দিয়ে দেওয়া হয়। এই রীতিতে যা কিছু কর্তব্য করেছ আর যা পরিণাম বের হবে সেটা বাবাকে সম্পূর্ণ, স্বাহা করে দিয়ে তার পরে আর কোনো সংকল্প যেন না থাকে। নিমিত্র হয়ে কাজ করেছ আর যখন কাজ সমাপ্ত হলো তো স্বাহা করে দিলে। যেই রকম আগুনে জিনিস দেওয়া হলে সেটার নাম চিহ্ন থাকে না সেই রকমই প্রত্যেক জিনিস সমাপ্তিতে সম্পূর্ণ স্বাহা করতে হবে। তার পরে তোমাদের কোনো দায়িত্ব নেই, যাকে অর্পণ করেছ তখন দায়িত্ব তার হয়ে যায়।

৩. যগ্যতে সব কমজোরীর আত্মত্যাগ দিয়ে দিয়েছ কি নাকি এখনও থেকে গেছে? যখন আত্মত্যাগ দিয়ে দেও তখন অন্তে কি বলো? স্বাহা। যেটা স্বাহা করে দিয়েছ সেটা স্বপ্নতেও দেখতে পারবে না। এই রকম স্বাহা যেন হয়ে যায়?



দাদী প্রকাশমনি জীর অমৃত বচন।

"লৌকিক অলৌকিক কাজের মস্তিতে থাকো , মস্তরাজা হয়ে যাও তো রাবন নিজেরই পীঠ ফিরিয়ে নেবে।"

১. এক বাবার ওপরে যেন পুরো বিশাস হয় এক তারই আজ্ঞাকারী হও। যে হলো আজ্ঞাকারী তাদের সম্মান এমনি হবে। অসম্মান তখনই হয় যখন আজ্ঞাকারী না থাকো। যেই আজ্ঞা বাবা আমাকে দিয়েছে সেগুলোকে পুরো পালন করতেছি হবে। এমনি না যে ১০ সের মধ্যে ৮ তা পালন করবো, দুটো না। বাবার অজ্ঞাকে ১০০ পার্সেন্ট অন্তরে নোট করো তার পরে আর কোনো প্রশ্ন থাকবে না। সদা ও.কে. হয়ে যাবে। যদি আমার স্তিতি মহান না হয় তো আমি বাবার হয়ে কি পেলাম।

২. স্ব স্তিতিকে মহান বানানোর সাধন হলো জ্ঞান আর যোগ। সেটাকে একুরেট রাখো তো দেবীগুন অটোমেটিকালী এসে যাবে। সেবার সাবজেক্টও কভার হয়ে যাবে কারণ আমি জ্ঞানের দ্বারাই বুঝেছি না যে আমরা আমরা হলাম দেবতা, দেবতাপনার জ্ঞান

পেয়েছি তো দেবিগুন অটোমেটিকালী এসে যাবে। জ্ঞানের দ্বারাই সেবার উমং
বেড়েছে।

৩. দুনিয়াতে এমন কেও নেই যে বলবে যে তোমাদেরকে আজীবন ব্রাহ্মচার্য পালন
করতে হবে। কিন্তু বাবা ব্রাহ্মচার্যতে থাকার শক্ত শ্রীমত দেয়, এতে এতটুকু মিথ্যে
নেই। এই বিষয়ে দুনিয়া এক দিকে, এই কথাকেই বাবা একেবারে স্ট্রং করে। এই
বিষয়ে রিন্চক মাত্র দয়া নেই, এতে কাল হয়ে থাকে। সংস্কারের ওপরে ধর্মরাজ হয়ে
থাকে। যতো নিজের সংস্কারের ওপরে ধর্মরাজ হবে তত ধর্মের ওপরে রাজ্য করবে।
সংস্কারে এতটুকু নির্বলতা আসলে তাহলে হীন হয়ে যাবে। লৌকিক অলৌকিক
কাজের মস্তিতে থাকে। মস্ত হয়ে যাও তাহলে রবন নিজের থেকেই পিঠ ফিরিয়ে
নেবে। যদি ভাবো কি করবো, সংস্কার আছে ... তাহলে সে কমজোর বানিয়ে দেবে।
ভাবাও হলো কমজোরী। তোমরা ডেন্টকেয়ার হয়ে যাও। আসবে চলে যাবে, আমরা
সব থেকে বড় বলবান বাবা পেয়েছি। সে আমাদেরকে সব বল দিয়ে দিয়েছে তাই
নির্বলতার কোনো কথা ভাববে না। তোমরা ভাববে আমরা ধর্মরাজের সামনে আছি।
আমরা মায়াকে মেরে মেরে ভাগিয়ে দেবো।



"মাননীয় সূর্য ভাইয়ের অনমোল বচন।"

ক্রোধী স্বভাব করে - টেনশনের আহতান।

কোথায়-কোথায় ক্রোধ দেখানো , লোককে দেখানোর জন্য অন্যদের ওপরে রাগ ঝেড়ে দেওয়া বা যে কোনো কারণে স্বভাবে চির-চিরাপনার প্রবেশ টেনশনের জন্য ধার খুলে দেয়। অনেক পরিবারে দিনের আরম্ভই ক্রোধ দিয়ে হয়। চোখ খোলার সাথে সাথেই চা আসতে দেবী হয়ে গেলে রেগে একাকার হয়ে পরে , চোখ ডলতে ডলতে কারো কোনো প্রকারের ভুল দেখে ফেললে ক্রোধের ভূত যেমন কি ভর করে নিলো – এই প্রকারে বিভিন্ন কারনে মনুষ্য নিজের মন মন্দিরে ক্রোধ রূপি শয়তানকে আমন্ত্রণ জানিয়ে বসিয়ে নেয় আর তার পরে চায় যে তার পারিবারিক জীবন শান্তিতে যেন কাটে। ঘরে শয়তান আর শান্তির ইচ্ছা ! এটা স্বভাবই না।

ক্রোধ মনুষ্যের মন বা বুদ্ধির শক্তিকে শেষ করে তাকে টেনশনের কোপে ধাক্কা দিয়ে দেয়। যেখানে মন-বুদ্ধি নির্বল আছে , যেখানে তাদের সমস্যাকে স্য করার শক্তি নেই সেখানে কোথায়-কোথায় টেনশন হওয়া স্বাভাবিক। এই ক্রোধের অগ্নিকে বুঝিয়ে ফেলা চর টেনশন মুক্ত জীবনের আনন্দ নেওয়া সম্ভব না।

ক্রোধকে সমাপ্ত করার জন্য একটু ধর্যতা রূপি শস্ত্রের প্রয়োগ করো। নিজেকে চেক করো যে নিজের মনে সাথে সাথে প্রতিক্রিয়া করার খারাপ অভ্যাস তো নেই? কেও কিছু করলো বা কেও কিছু বললো আর সাথে সাথে মনে করা প্রতিক্রিয়া তো আসে না? যদি হ্যা হয় তাহলে এটা খুবই ক্ষতিকারক। এই স্বভাব তোমাদেরকে শান্তিতে থাকতে দেবে না।

তোমরা একটু দাড়িয়ে পরার অভ্যাস করো। বিচার করো – এই মনুষ্যের থেকে আমি এক ঘন্টা পরে বদলা নেবো ... কেও যদি কোনো ভুল করে তো ভাবো , একে এতো মিনিট পরে বোঝাবো। কেও যদি তোমাদেরকে খারাপ বলে তো ভাবো , ১০ মিনিট পরে এটাকে দেখবো। এই ভাবে ধর্যতার গুনকে বাড়াও। এই অন্তরালে নিজের মনকে সুবিচার দিয়ে ভরে দেও এই ধর্যতা তোমাদের জীবনের জন্য বরদান হয়ে যাবে।

তোমরা নিজের জীবনে লক্ষ্য বানিয়ে নেও যে নিজের ক্রোধকে কম করতে করতে সেটাকে সমাপ্ত করতেই হবে। এই শ্রেষ্ঠ ইচ্ছা তোমাদেরকে খুব শক্তি দেবে আর সরণে এন থাকে যে শক্তি মনের ক্রোধের বেগকে থামানোতে সমর্থ হয়, সেটা খুবই শক্তিশালী আর ওই শান্ত ভাবের দ্বারা সকল পরিস্থিতির সমাধান করে টেনশন মুক্ত জীবনের সুখ নিতে পারবে।

আমাদেরকে নিজের ক্রোধের জন্য অন্য কাওকে দোষী বলার দরকার নেই। আমাদের ক্রোধের জন্য আমরা নিজেরাই দায়ী। অন্যরা তো ভুল করবেই। কিন্তু তাদের ভুলের ফলে আমরা ক্রোধ করে ফেলার বড় ভুল যেন না করি। আমাদের ক্রোধ আমাদের উন্নতির মর্গে সব থেকে বড় বাধা হয়ে দাড়ায়। ক্রোধী ব্যক্তি সকলের স্নেহ বা সম্মান হারিয়ে ফেলে।

তোমাদের ক্রোধ – টেনশনের বাতাবরণ বানিয়ে বাচ্চাদের বা তমাদের কার্জ্যকর্তাদের কাজ করার ক্ষমতাকে কম করে দেবে। বাচ্চাদের মনে প্রেসার হয়ে থাকবে আর ফলে তাদের বিকাশ থেমে যাবে। কাজের জগতে আপনাদের সাথীরা টেনশনের বায়ুমন্ডলে খুশি পূর্বক কাজ করতে পারবে না আর তারা বেশি ভুল করবে।

তার জন্য এই ক্রোধকে জীবনের মহাবেরী জেনে নষ্ট করার আন্তরিক ইচ্ছা জাগরিত করো। সরণে রাখো – ক্রোধ মানুষের মূল স্বভাব না। মনুষ্য আত্মার মূল প্রকৃতি হলো শান্তি। সদা চিন্তন করো নিজের শান্তির দ্বারা ক্রোধকে সমাপ্ত করতে হবে। ক্রোধকে এতো অবধি সমাপ্ত করতে হবে যে মনেও এটা উত্পন্ন যেন না হয় তখনই আমরা এই টেনশনের মহাবেরির থেকে মুক্ত হয়ে নিজের কর্তব্যতে সফলতাকে পেতে পারবে।



জ্ঞান সরিতা – ভাগ ০৬ থেকে নেওয়া

স্নেহ , সহযোগিতা , বিশাস আর সম্মানের নিজেদের মধ্যে কঙ্গন বেধে সংগঠনকে শক্তিশালী আর এক মত বানাও ।

১.আমাদের সকলের এটাই শুভ সংকল্প আছে যে আমাদেরকে সারা বিশ্বে সাইলেন্স এর ভাইব্রেশন ফেলতে হবে । আমাদের দ্বারা বিশ্ব যেন শান্তির কিরণ প্রাপ্ত করে । তো আমরা ব্রাহ্মনেরা সংগঠিত রূপে যতো মিলে মিশে কোনো কাজ করবো ততই শক্তিশালী ভাইব্রেশন ফেলতে থাকবে । এর জন্য আমরা সকলে মিলে এমন কঙ্গন বাধি । এমন ফাউন্ডেশন মজবুত করি যার ফলে সকলের কাছে শান্তির ভাইব্রেশন পেতে থাকবে আর শান্তির সাথে সাথে স্নেহ আর উনিটির ভাইব্রেশন যেন ফেলতে থাকে ।

২.যতো আমরা নিজেদেরকে অন্তরমুখী বানাবো – যতো আমরা এক দুজনের প্রতি শুভ ভাবনা রাখবো ততই এক দুজনের সহযোগী সাথী হয়ে যাবো । যে কোনো মহান কাজ হলো আমাদের সকলের বিশেষ সাথ । তো এখন – কেন , কিভাবে সংকল্পকে সমাপ্ত করে নিজেকে নিমিত্র ভাবো । যতো আমরা এক দুজনের সম্মান করবো আর নিজেদের মধ্যে বিশ্বাস রাখবো , ততই স্নেহ আর উনিটি থাকবে ।

৩.এখন তো আমাদের সকলকে ঘরে ফিরে যেতে হবে । আমাদেরকে বাবার সমান সম্পূর্ণ বা কর্মতীত হতে হবে । নিজের কামাই জমা করার জন্য আমরা এসেছি । অব

আমাদেরকে যা কিছু শিক্ষা দিয়েছে সেগুলোকে বাস্তবিক জীবনে আনতে হবে। যখন আমরা বাস্তবে আনব তો আমাদেরকে দেখে অন্যরাও করবে।

৪.লোকেরা বলে যে পরমাত্মা হলো সর্ব ব্যাপী কিন্তু আমরা ব্রাহ্মনেরা অনুভবের থেকে বলি যে স্নেহের বাবা আমাদের সকলের অন্তরে ব্যাপ্ত আছে। আমাদের সামনে নিরন্তর সদা সে হৃজুর হাজির আছে। এটাও হলো আমাদের বাচ্চাদের ভাবনা। যেই রকম তারা সকলে ‘সর্বব্যাপী’ বলে দিয়েছে। উঠতে বসতে চলতে আমরা সকলে বাবার সেবাতে আছি। আমরা খান-পান বাবার দ্বারা প্রাপ্ত করি, কামাইও বাবার জন্য করি। আমাদের বাবা হলো বিচিত্র, বাবার আমরা বাচ্চারা হলাম বিচিত্র ... আমাদেরকে দুনিয়া কি জানে! তো কতই না আমরা ভাগ্যশালী ব্রাহ্মন যে মিঠে বাবা আমাদেরকে অলৌকিক তত্ত্বের ওপরে বসিয়েছে। আমাদের ওড়ার তত্ত্ব মিঠে বাবার থেকে প্রাপ্ত হয়েছে। আমাদের সামনে কোনো প্রকারের আমারপনা নেই। না আমার কোনো ছাত্র আছে, না আমার কোনো সেবা আছে। সোনার জন্জিরও নেই। আমার কোনো জিনিস নেই, আমার কোনো ডিপার্টমেন্ট নেই। আমরা সকলে বাবার বাচ্চা, বাবার ভূজা বাবার সহযোগী।

৫.আমরা সকলে হলাম স্নেহী বাবার সেবার নিমিত্ত সেবাধারী – আমাদের সেঠ, আমাদের মালিক এক বাপদাদাই। আমরা সকলে তার ইশরাতে চলি। তো আজকে কি আমরা সকলে মিলে বাবার সামনে এই প্রতিজ্ঞা করতে পারব যে বাবা, তুমি যা বলেছ যে জেধ করা আর সিদ্ধ করা ছেড়ে দেও, সেটাকে আমরা সদাকালের জন্য ছেড়ে দিলাম। আমরা তো নিজেদের মধ্যে স্নেহ সহকারে, সম্মান দিয়ে, একাগ্র ভাবে আর একে অপরের ওপরে বিশাস রেখে চলবো। এই রকম কঙ্গন এখন সকলকে বেধে নিতে হবে। এর জন্য বাবা বলেছে - তোমরা নিজের বুদ্ধিকে সম্পূর্ণ করো। এই উপহার আমাকে দেও।

তো আমার অন্তরের আশা আছে যে সকল ব্রাহ্মন কুলের ভূষণ নিজের কাছে এই ৪ টা প্রতিজ্ঞার সূত্র যাতে বেধে নেয় -

১. আমরা একে ওপরের মধ্যে বিশাস রেখে - স্নেহ, একাগ্র বা সম্মান রেখে চলবো। ছাত্র হোক বা সেবার সাথী হোক।

২. সেবাতে একে অপরের কনেকশনে থাকার সময় যা কিছু কথা আসবে - সেগুলোকে নিজেদের মধ্যে সমধান করে এক-দুজনকে স্যালভেশন দিয়ে খুশি করবো।

৩. কখনো কারো নিন্দা বা পর-চিন্তনের কথা একে অপরের সাথে করবে না। নিজের উন্নতির কথার দ্বারা নিজেকে আর অন্যদেরকে আগে এগোতে থাকবো।

৪. বাপদাদা বা নিমিত্র হওয়া বড় বনেদেরকে স্ব-উন্নতির বা সেবার প্রতি যা কিছু নির্দেশ পাবো সেগুলোকে বাস্তবে অনুসরণ করবো।

৫. সারেভার বুদ্ধি হয়ে অনন্তের দৃষ্টির দ্বারা স্ব বা সেবা প্রতি সোডা সহযোগী হয়ে থাকবো।

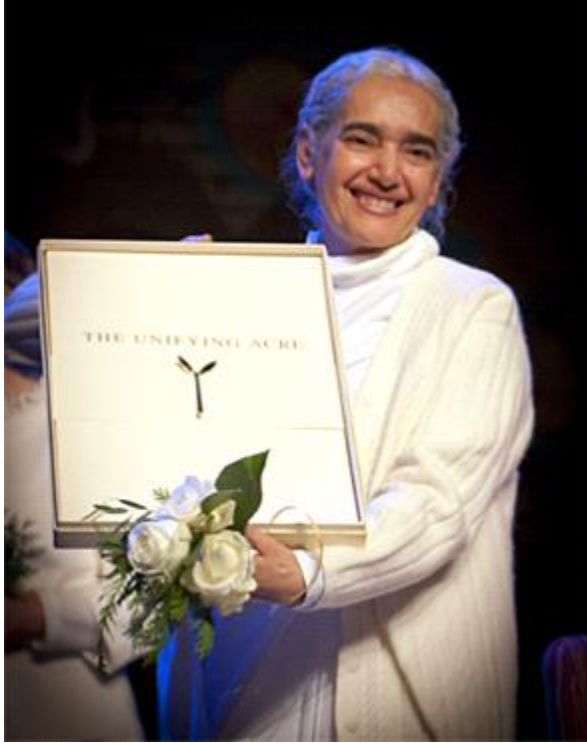
আমরা সকলে মিষ্টি বাবার সখা-সখী যেন হয়ে যাই তাহলে নিজেদের মধ্যে একই স্নেহের সূত্রে থাকতে পারবো। আমরা সকলে বাবাকে জীবনদান দিয়েছি। আমরা সকলে হলাম দান করা বাচ্চা। তো আমরা যেন শান্তিরও দান দেই। যদি আমরা একে অপরকে দিস্তর্ভ করি, ব্যর্থ কথা শুনি বা শুনিয়ে দেই তো বাব বলেছে যে এই রকম ব্যর্থ কথা শোনা বা শুনিয়ে দেওয়া অর্থাৎ পাপ আত্মা হওয়া। সে বন্ধু না শত্রু। যদি আমি ব্যর্থ কথা বলি তার মানে হলো আমি শ্রীমতকে উলংঘন করে বিকর্ম করেছি নাকি সুকর্ম? তো আমরা সকলে মাইল সকলকে শান্তির দান যেন দেই। শান্তিময় বাতাবরণ বানানোর দৃঢ় সংকল্প যেন নেই।

আমার মনে তো এখন অনেক বার আসে - বাবা এখন মিষ্টি ঘরে নিয়ে চলো। নিজেকে দেখো যে আজ যদি শরীর ছুটে যায় তাহলে আমাদের স্তিতির কি হবে? আমাদেরকে তো কর্মতীত হতে হবে। আমাদেরকে তো বাবার মিষ্টি ঘরের গেট খুলতে হবে। যখন বতনবাসী বতনে বসে আছে তখন আমার এই দুনিয়ার সাথে কি লেন দেন থাকতে পারে! আমার কারো জন্য থামতে হবে না। আমার তো আকারি বতনে যেতে হবে। আমাকে তো নিজেকে রেডি করতে হবে। অন্যদের সাথে কি নেওয়ার আছে? আমার কি করতে হবে এটা ভাবো। আমার তো এখন ঘরে যেতে হবে নাকি ছোট ছোট বিষয়ে সময় নষ্ট করতে হবে? নিজেদের মধ্যে যদি স্নেহের সূত্র বাধি তো যাতে ছোট-ছোট কথাতে বড়দের যেই সময় নষ্ট হয় সেটা যাতে সমাপ্ত হয়ে যায়। নিজেরাই কাদা ছেঁটাও তাই নিজেরাই আবার মশার কামরও খাও।

উমং উত্সাহতে আর সেবাতে বৃদ্ধি প্রাপ্ত করার জন্য বিশেষ কিছু চিত্র।







ওম শান্তি।

